যুগান্তর

তারিখ 24 APR 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অচলাবস্থার জন্য দায়ী কে?

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক সময় পড়াশোনা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। কিন্তু কালক্রমে তা রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এই নোংরা রাজনীতির কবলে পড়ে আজ দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণহীন হয়ে যাচ্ছে। আসলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এসব ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে মোটেও চিন্তিত নন। মূলত তারা যা চান তা হচ্ছে কর্তৃত্ব। আর কর্তৃত্ব জাহির করতে গিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দকেও দলীয় রাজনীতিতে টানতে দ্বিধাবোধ করেন না। এটা সমগ্র জাতির জন্য লজ্জাজনক। শুধু লজ্জাজনক বললে ভুল হবে অশনি সংকেতও বটে। শিক্ষক রাজনীতি আমাদের দেশে একটা কালচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পরই তারা কোন না কোন দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। সেটারও অনেক কারণ রয়েছে- যেমন ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, শিক্ষকদের দলীয়ভাবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। ফলে তাদের বাধ্য হয়ে সেই রাজনৈতিক দলের পক্ষ হয়ে কাজ করতে হচ্ছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অচলাবস্থা দূর করার জন্য প্রথমে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে শত চেষ্টা করলেও এই প্রাণহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রাণ সঞ্চার করা যাবে না। আশা করি, সরকার ও বিরোধী দল উভয়ই শিক্ষকদের এই নোংরা রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলবেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম একাডেমিক ভবন ও ক্যাফেটেরিয়া

লিটন রায় আকাশ, শাবি, প্রবি, সিলেট